প্যা | রি | স

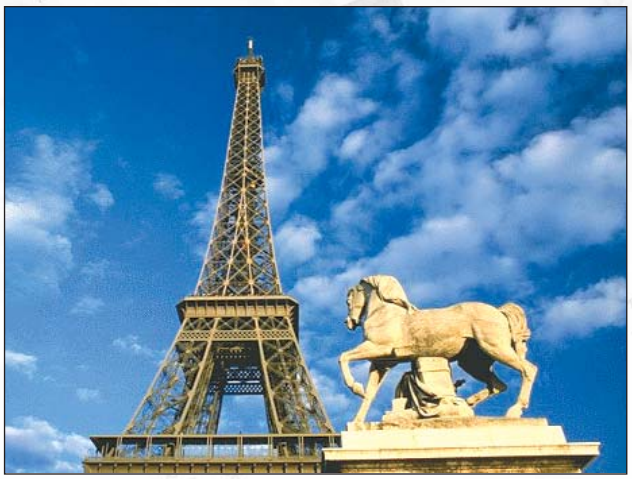

আপন শহর

`‡ii cevm GKw`b n‡q hvq Avcb wVKvbv| ev¯eZv GgbB| wcq kni XvKvi RvqMv `Lj K‡i †bq Kvgvi...

আমার বাড়ি ঢাকা হবার সুবাদ অনেকেই আমাকে ঢাকাইয়া বলে ডাকাতো। অবশ্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের চাটগাইয়া বলে ডাকা হয়। আবার জালালাবাদের (সিলেটের) অধিবাসী হিসেবে জালালাবাদী নামে খ্যাত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী হিসেবে অনেকেই সিরাজী নামে পরিচিত। এ রকম প্যারিস বা পারি নগরীর অধিবাসীকে বলা হয় পারিজিয়াঁ বা পারিজিয়েন (স্ত্রী লিঙ্গে) (Parisien, Parisienne)। রিজিয়োঁ পারিজিয়েন বা পারি অঞ্চলে অনেকগুলো এলাকা বা শহর রয়েছে, যার মধ্যে ইসি লে মুলিনো বা ক্লামারের নাম বলা চলে। ফ্রান্সে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঠিক বাংলাদেশের মতো নয়। সমস্ত ঢাকা নগরীর জন্য একজন মেয়র থাকলেও মূল প্যারিস নগরী ২০টি এরোন্দিস্মোতে বিভক্ত এবং এখানে ২০ জন মেয়র রয়েছে। তবে প্যারিসের জন্য একজন প্রধান মেয়র রয়েছে যাকে আমরা প্যারিস মেয়র বলে জানি। প্যারিসকে অন্য একটি ছোটখাটো দেশের মতো তুলনা করা যেতে পারে। কারণ প্যারিস নগরীর বাজেটের পরিমাণ বেলজিয়ামের বার্ষিক বাজেট থেকেও বেশি। বাংলাদেশে কোন এলাকার অধিবাসীকে কি নামে ডাকা হবে সে রকম কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। কিন্তু ফ্রান্সে বিভিন্ন অঞ্চলের বা এলাকার অধিবাসীদেরকে কি নামে ডাকা হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে এবং দাপ্তরিকভাবে স্বীকৃত।

ক্লামার শহর বা গ্রামটি ফুল, ফল, বাগান ও সুন্দর পার্কের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। প্যারিস অঞ্চলের যতগুলো উঁচু টিলার মতো এলাকা রয়েছে তার মধ্যে ক্লামার অন্যতম প্রধান উঁচু এলাকা। শহরটি মূল প্যারিস শহর থেকে ১৭৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর জন্য ক্লামারের অধিবাসী অনেক বাংলাদেশীর বাড়িতে বেড়াতে গেলে জানালা দিয়ে আইফেল টাওয়ারসহ প্যারিস শহরের অনেকটাই দৃষ্টিগোচরে আসে। ক্লামার শহরটিকে গ্রাম বলে উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, আপনি একে গ্রাম বললে ভুল হবে না। টমেটো, মটরশুঁটি (পতি পোয়া), আবাদী খেত, পাথর কঠিন এলাকা, আঙ্গুর ফলের বাগান থেকে শুরু করে গহিন

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

বনাঞ্চল ও কবরস্থান ইত্যাদি ক্লামার এলাকায় রয়েছে।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় প্রথমে এ গ্রামের নাম ছিল Claumar বা Clanmar. সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ক্লামারট (Clamart) বর্তমান নামে আবির্ভূত হয়। এ জনসমষ্টি এগলিস স্যঁ পিয়ের স্যঁ পলের চতুর্দিকে চার ভাগে গুচ্ছবদ্ধ ছিল। ১০৭৯ থেকে ১০৯৬ সালের মধ্যে এলাকাটির পরিচালনা ব্যবস্থা প্যারিসের আবায়ে দ্য ক্লুনির অধীনে চলে আসে। পরে বিখ্যাত শতবর্ষব্যাপী লড়াইয়ে (১৩৩৭ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত) ক্লামারবাসীও জড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে যুদ্ধ ছাড়াও পেস্ট মহামারীতে আক্রান্ত হলে ক্লামারের জনসংখ্যার বেশ বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায় এবং ১৪৭০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তখন ক্লামারের ৪০০ অধিবাসী টিকে ছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে ক্লামার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্রকাশিত পরিচিতি পত্রে ঐ সময়ে এর সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৫০০-র বেশি। বর্তমানে ক্লামারের জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৮৫৭২ জনে (১৯৯৯-এর আদমশুমারি অনুযায়ী)। ক্লামার অঞ্চলে একটি বেশ ঘন বড় বন থাকার কারণে সেখানে শিকার করার খুব সুবিধা ছিল। এ জন্য অনেকে ক্লামারে এসে ধীরে ধীরে বড় জনপদ গড়ে তোলে। ক্লামারের মেদো বনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৬৯৫ সালে ফরাসি সম্রাট লুই-১৪ তার ছেলের জন্য ঐ এলাকায় একখন্ড জমি কেনেন। এরপর সম্রাট লুই-১৫ ও সম্রাট লুই-১৬ নিয়মিত মেদোর জঙ্গলে শিকার করতে আসতেন। ক্লামারে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে অনেক আর্মেনিয়ান রিফিউজি ক্লামারে এসে ঠাঁই নেয়। প্রথম দিকে তারা ইসি এলাকার কলকারখানায় কাজ করতো। পরবর্তীকালে তারা নিজেরাই ক্লামার এলাকায় ত্রিকো বা সোয়েটার জাতীয় পরিচ্ছদের কারখানা গড়ে তোলে। এখনো এ এলাকায় ২০০টি ত্রিকো কারখানা রয়েছে। বিখ্যাত মিলিটারি হসপিটাল (Hospital Militaire Percy) ক্লামারে অবস্থিত। প্যালেস্টাইনের কর্ণধার ইয়াসির আরাফাতকে চিকিৎসার জন্য এই হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হসপিটালে আরাফাতের ১৩ দিনের অবস্থান সারা বিশ্বের খবরের কাগজে সামনের পাতার খবর হয়ে আসে এবং হসপিটালটি খবরের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসি লেখক Cyrano de Bergerac তার জীবনের একাংশ এ ক্লামারে অবস্থান করেছিলেন। এক সময় সাহিত্যিক Diderot ও Voltaire এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আধুনিক ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম stendhal জন্মদাতা উনবিংশ শতাব্দীত ক্লামারের সবুজ পরিবেশে অনেক দিন অতিবাহিত করেন এবং ১৮২৭ সালে তিনি Armance প্রকাশিত করেন। ১৮৭৮ সালে সাহিত্যিক Emile Zola ক্লামারে আসেন এবং এরপর তিনি La Terre লিখেছিলেন।

ক্লামারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে বাংলাদেশী জনগণের ছোটখাটো এক জনপদ গড়ে উঠেছে। ত্রিকো কারখানায় কাজ করা ছাড়াও প্যারিসের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ও সার্থক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী, এন্টারপ্রাইজ, হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক ক্লামারের অধিবাসী। সুযোগ্য ও জনদরদী মেয়র Philippe Kaltenbach-এর নেতৃত্বে ক্লামারে এক শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করছে এবং দিন দিন এলাকাটি উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

Khan Anwar Hossein
17 Rue de la vallec du Bois
92140 Clamart, France

সৌ । দি

মেয়েরা সাবধান!

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রায়ই বুলি আওড়ান, বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য এটা করেছি ওটা করেছি। আসলেই কি মন্ত্রী মহোদয় কিছু করেছেন? এ জিজ্ঞাসা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে এবং প্রবাসীদের কাছে।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। ১৯ জুন রাত ১০.৩০ মিনিটে এনটিভির খবরে দেখলাম স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ঘোষণা দিলেন এখন থেকে আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের সৌদি আরবে গৃহপরিচারিকা হিসেবে প্রেরণ করবেন। আমার এ লেখার সঙ্গে লাখ লাখ প্রবাসী একমত হবেন যে, অন্তত গৃহপরিচারিকা হিসাবে নয়, হাসপাতাল, ক্লিনার-নার্স, ক্লিনিক ক্লিনার নার্স এবং গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে ন্যূনতম মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করবেন। যদি গৃহপরিচারিকা হিসেবে প্রেরণ করেন তাহলে এর চিত্র যে কত ভয়াবহ হবে সে কথা কেবল ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার সরকার বা তাদের গৃহপরিচারিকারা বলতে পারবে। যারা বর্তমানে আছে বা ছিল। কারণ হিসাবে বলব আরবদের বাইরের আর ভেতরের 'লেবাস' এক নয়। শতকরা ৮০ জনেরই কাজের মেয়েদের প্রতি নানা রকম নির্যাতনসহ অপকর্ম করার রেকর্ড রয়েছে এবং এর প্রমাণ দেখতে চাইলে ইন্দোনেশিয়ার ফ্লাইটের দিন রিয়াদ/ জেদ্দা বিমান বন্দর এসে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলেই পরিষ্কার হবে। নির্যাতন কত প্রকার ও কি কি?

পরিশেষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের প্রতি বিশেষ অনুরোধ তিনি যেন গার্মেন্টসসহ হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মহিলা প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। মহিলারা একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারবে এবং যে কোনো সমস্যায় সহযোগিতা পাবে। আর বন্দি গৃহপরিচারিকাদের নীরবে কান্না ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। তাই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে হলে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিন। সত্যিকারের কল্যাণ করুন। মুষ্টিমেয় জনশক্তি রপ্তানিকারকরা কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন এই প্রত্যাশা লাখ লাখ প্রবাসীদের। এক জন বন্দি অসহায় মহিলা গৃহপরিচারিকার নির্যাতনের কাহিনী শুনলে মন্ত্রী মহোদয় আপনি নিজেও জ্ঞান হারাবেন। তাই ঐ পথে না গিয়ে পুরুষ শ্রমিক প্রেরণ বৃদ্ধি করুন। মনে রাখবেন, দক্ষ শ্রমিক পাঠালে অনেক বেশি রেমিটেন্স আসবে।

মাছুদ আমিন
তাবুক, কে.এস.এ

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

÷ | K | ‡nv | g

সেই মেয়েটির প্রেমে

তোমার কী মনে আছে আমি তোমার একটি ছবি তুলেছিলাম? তোমার পেছনে ছিল বিশাল আকাশ। শরতের নীল আকাশ। তোমার নামের অর্থটা ছিল অদ্ভুত; আমার স্বল্পজীবনে শোনা সবচাইতে সুন্দর নাম। তোমার ভাঙা ভাঙা বাংলার মধ্যেও আমি তোমার যে হৃদ্‌ক ছোঁয়া দেখেছিলাম, আজ এ বিশাল ইউরোপেও তা কারো মাঝে খুঁজে পাই না।

২.

তুমি জানতে আমার ক্ষমতার ব্যাপ্তি এক কাপ চা হাতে নিয়ে অন্যদিকে (হয়তো দীঘিনালার দিগন্তে) চেয়ে থাকা। আকাশ আমার ভীষণ প্রিয়।

৩.

ঘটনাচক্রে তোমার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার ছবিটাও কেন জানি দেশে আমার মায়ের কাছেই রেখে এসেছি। অনেকদিন তোমাকে মনে পড়েনি, হয়তো উত্তর গোলার্ধের এ দেশে বেশ কিছুদিন সুন্দর রোদ্রোজ্জ্বল আকাশ ছিল না বলে! ইউরোপ জুড়ে গ্রীষ্মের আগমন বার্তা এখন; আর তুমি এসেছো আমার ভাবনায়।

৪.

আমাকে ছোটাখাটো একটা গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে হবে। কেন জানি তোমার চেহারা ভেসে উঠলো। তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমি তোমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। এ বিশাল ইউরোপে তুমি এখন আমার কল্পনায়।

৫.

বেশ কিছুদিন ধরে তোমার অভিব্যক্তি থেকে তুলে আনা শিশির দিয়ে একটা ভাবনা জুড়তে চাইছিলাম। দ্যাখো, আমিও সবার মতো, তোমার কষ্টকে পুঁজি করে আমিও এগুচ্ছি। কী অদ্ভুত মানবতা। তোমার কষ্টের ঝুড়ি দিয়ে আমি যখন 'তালিবইশ' আর চন্দ্রবিন্দু মার্কা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তোমার কথাই আমার এই ইউরোপীয় শিক্ষকদের জানাতে চাইলাম। আমি তোমার জীবনের বিশালতা স্পর্শ করতে চাইছি। হয়তো এটা আরো অনেকগুলো পরিহাসের মতোই এক চেনা চেহারায় তোমার জন্য আবির্ভূত হবে।

৬.

প্রিয় মেয়ে, আমার এখানকার শিক্ষকদের একটা কথাই শুধু তোমাকে বলবার আছে। একজন নীতি বিশ্লেষক হিসেবে নয়, একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষ হিসাবে তুমি সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ কর। হয়তো শুধু এটুকুর জন্যই আমি এখন নিরবচ্ছিন্ন কিছু সময় রেখেছি তোমার জন্য, তোমাকে নিয়ে ভাববার জন্য। কেমন আছো তুমি।

৭.

প্রিয় মেয়ে, আমার সামর্থ্য সত্যিই অল্প। সূক্ষ্ম কোণের চাইতেও ক্ষীণ-লীন। এই ইউরোপ অনেক বড় জায়গা। ইউরোপকে মনে হয় আমার ঠিক তোমার মতো। তোমার মতোই এরা প্রচন্ড উচ্ছল। আর তোমার মতোই এরা বিশাল কষ্ট আর ক্রুদ্ধতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের কষ্ট আর ত্যাগের ক্ষণ সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। আজও এখানে কোনো এক বিবর্ণ সন্ধ্যায় মানুষ স্বপ্নের সন্ধানে ক্ষণিকের জন্য স্থবির হয়ে আসে। তুমিও যেভাবে হঠাৎ হঠাৎ করে চুপ হয়ে যেতে, ঠিক সেভাবে। দিগন্তের পর দিগন্ত ছাড়িয়ে পমেরেনিয়ান মধ্যযুগীয় ট্রেনগুলো যখন ছুটে চলে, আমার ঝাপসা চোখ তখন সেই ট্রেন থেকে দূর আকাশে খুঁজে পায় লালচে তোমাকে। তুমি ভালো থেকো প্রিয় পাহাড়ি মেয়ে, তোমার চেনা অশ্রুগুলোর সঙ্গে।

পাঁচু
টেকনিস্‌কা হোগ্‌সকোলা
স্টকহোম, iym2021@yours.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

e¨wZµ‡gi we‡klI gj¨nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, সাগরপোনা, কাকিলা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্‌ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়